SDI

এসডিআই নিউজলেটার

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)

পঞ্চম সংখ্যা

এপ্রিল-জুন-২০০৭

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

৫ বৎসরে নতুন ৩০ জেলার ৫৫ উপজেলায় ১৫০০ গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণের ঘোষণা

আগামী ৫ বৎসরে এসডিআই নতুন ৩০ জেলার ৫৫ উপজেলায় ১৫০০ গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করবে। এতে ২০০০ জনবলের কর্মসংস্থান হবে এবং প্রায় ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণসহ ৭টি কম্পোনেন্টে ১২০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হবে। গত ২৭ ও ২৮ এপ্রিল দুই দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসডিআই-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সকল শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে পিকেএসএফ-এর সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক মোঃ আবুল কাশেম, এবং সহকারী ব্যবস্থাপক আশরাফুল আলম। সম্মেলনে ২০০৬ সালে বাস্তবায়িত কর্মকান্ড এবং অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি আগামী পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক

ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক নিজ নিজ এলাকার ঋণ কর্মসূচীর সাফল্য, অর্জন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। অতিথিবৃন্দ দিনব্যাপী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক আবুল কাশেম ক্ষুদ্র ঋণের MIS সম্পর্কে সকলকে ধারণা দেন।

সিসিএম আব্দুল কাইয়ুম আজাদ তার স্বাগত বক্তব্যে এসডিআই গঠনের পটভূমি ও বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে সকলকে অবহিত করেন। ধামরাই উপজেলার শ্রীরামপুর ও সূতিপাড়া গ্রাম দিয়ে যাত্রা শুরু এসডিআই-এর বর্তমান কর্ম এলাকা ৫টি জেলার ২০টি উপজেলায় বিস্তৃত। কাইয়ুম আজাদ বলেন, মানব সেবা ও সকলের জন্য ঋণ প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে এসডিআই ২০০৫ সাল থেকে দুর্গম উড়িরচরে কার্যক্রম শুরু করেছে। আগামীতেও এসডিআই সামছুল হক সাহেবের নেতৃত্বে আরো বড় বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও সেবার বিস্তার ঘটাবে।

পিকেএসএফ-এর সহকারী ব্যবস্থাপক আশরাফুল আলম বলেন,

- তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন -

মাইক্রোক্রেডিট মেলায় এসডিআই

পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আয়োজনে গত ৫-৮ মার্চ, ০৭ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ক্ষুদ্রঋণ মেলা, ২০০৭। মেলায় অংশগ্রহণকারী ৮২ টি প্রতিষ্ঠানের

মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নে সহায়ক ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল প্রতিষ্ঠানই সরাসরি ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এসকল সংস্থা প্রান্ত জনপদের দরিদ্র, অতিদরিদ্র মানুষের মাঝে কতখানি প্রাণের সঞ্চার করেছে এবং দরিদ্র, অতিদরিদ্র মানুষেরা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কি ধরনের কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছে তার বাস্তব প্রমাণ ছিল এই মেলা। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান লাইভ ডিসপ্লে-এর মাধ্যমে তাদের তৈরি পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করে। এসকল লাইভ ডিসপ্লে প্রমাণ করে কিছু অর্থ ও কারিগরি সহায়তা পেলেই দরিদ্র, অতিদরিদ্র মানুষেরা এমনকি প্রতিবন্ধীরাও তাদের মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক

কর্মকান্ডে তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। মেলার প্রায় প্রতিটি স্টল আকর্ষণীয় হলেও এসডিআই-এর ৭৬, ৭৭ নম্বর স্টলটি সঙ্গত কারণেই ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট

- তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন -

সম্পাদকীয়

বিশ্বে প্রতিদিন ২৪০০০ মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে যার ৭৫% দরিদ্র দেশের শিশু। অন্যদিকে দারিদ্র্যজনিত কারণে বিশ্বে প্রতি বছর ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ মারা যায়। ৬০০ কোটির অধিক মানুষের পৃথিবীর প্রায় ২০ ভাগ মানুষের প্রতিদিনের আয় ১ ডলারের নিচে। এরা হতদরিদ্র। বাংলাদেশে এই হতদরিদ্র লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগের বেশি। দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান বিশ্বে ক্ষুদ্রঋণ এক অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই পৃথিবী ব্যাপী ক্ষুদ্রঋণের প্রসার দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এ পরিকল্পনায় আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দৈনিক ১ ডলারের নিচে আয়ের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ১ ডলারের উপরের আয়ে উন্নীত করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। গত নভেম্বর ২০০৬ এ অনুষ্ঠিত গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট-এ আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ১ ডলার নিচের আয়ের ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবারকে ১ ডলারের উপরের আয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ক্ষুদ্রঋণ যথেষ্ট নয়। যেমন হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা ও দক্ষতা জ্ঞান ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করার উপযোগী নয়। ফলে এদের ঋণ পাবার উপযোগী করতে হলে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা এবং এ দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের জন্য পুঁজি ও উপকরণ সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। আবার প্রতিবন্ধী, সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অনাথ শিশু ও সামাজিক প্রতিবন্ধীদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে যেতে হবে।

এমনিভাবে ঋণ নিতে সক্ষম দরিদ্রদেরও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন যেন ঋণ বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারে, আয় দিয়ে দায় শোধ করতে পারে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদের ক্ষতি হলে, রোগ-ব্যাধিজনিত কারণে দীর্ঘদিন উপার্জন করতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে স্বাভাবিক আয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। দরিদ্র মানুষ অজ্ঞতা এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ ও হিস্যা (access) না থাকার কারণে প্রায়শই সরকারী বেসরকারী সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। এরা নিয়মিত তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে সরকারী সুযোগ সুবিধা গ্রহণে সমর্থ হলে তাদের দরিদ্রতা অনেকটাই লাঘব হতে পারে। সঙ্গত কারণেই শ্রম বাজারে দক্ষ শ্রমিকের মজুরী বেশি থাকে। দক্ষ হতে হলে মৌলিক শিক্ষা আয়ত্ব থাকতে হবে। তাই দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাও উন্নয়ন সংগঠনগুলোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে ঋণ দেয়া যেতে পারে।

জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ক্ষুদ্রঋণকে উৎপাদনমূখী হতে হবে। আবার দরিদ্র উৎপাদকগণ তাদের পণ্য বাজারজাত করতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায় মধ্যসত্বভোগীরা মুনাফার বৃহৎ অংশ নিয়ে নেয়। ফলতঃ ক্ষুদ্রঋণ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের টাকায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিপণন সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের যৌথ বিপণন সংগঠন গড়তে ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া যেতে পারে। সুতরাং দরিদ্র মানুষদের ঋণ পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠাই সব নয়। পাশাপাশি ঋণের কার্যকর ব্যবহারের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলোতেও সহযোগিতা করা জরুরী।

এভাবেই হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হতে পারে। এই ক্ষুদ্রঋণ ও এর পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের সমন্বিত কৌশলকে মাইক্রো-ক্রেডিট প্লাস কৌশল হিসেবে অভিহিত করা হয়। এসডিআই এই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করছে।

'নিয়মিত হাঁটুন, সুস্থ থাকুন' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ধানমন্ডি লেক কেন্দ্রীক প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের সংগঠন 'সুস্থ জীবন' এবং সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে ধানমন্ডি লেকপাড়ের পানসি রেষ্টুরেন্টে ৪ আগষ্ট, ২০০৭ সকাল ৬.৩০ টায় "নিয়মিত হাঁটুন, সুস্থ থাকুন" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও সরকারী-বেসরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'সুস্থ জীবন'-এর অন্যতম সদস্য ভজন চন্দ্র দাস। উপস্থিত সুধীজনের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোঃ রফিকুল ইসলাম (এফসিএ), অঞ্জন কুমার দেব (এফসিএ), ডাঃ তোফায়েল আহম্মেদ, বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ জহিরুল ইসলাম, বি.বি. সাহা (এফসিএ) প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চিত্ত মজুমদার, রমেন কুন্ড, শ্যামল দাস, ধনঞ্জয় সরকার, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আব্দুল আজিজ, এসএমএইচ বোখারী, সৈয়দ আমিনুর রহমান, নরেন সরকার, উৎপল চৌধুরী, অনিল সরকার প্রমুখ।

বক্তাগণ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিমিত আহার, নিয়মিত হাঁটাহাঁটি, জগিংসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং 'সুস্থ জীবন' সংগঠনের মাধ্যমে এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সভায় এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠির সহায়তায় এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, দানের লক্ষ্য হওয়া উচিত একজন ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা। তার ভিক্ষার হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করা। বিচ্ছিন্নভাবে দান করে এ অর্জন কষ্টসাধ্য। নির্দিষ্ট সেবা সংগঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে সহায়তা করে এসব দুঃস্থ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা অনেক সহজতর। তিনি দেশব্যাপী বন্যা মোকাবেলায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

- প্রথম পৃষ্ঠার পর -

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ তার সকল পার্টনার এনজিওগুলোকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যেক দরিদ্র মানুষের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধান অতিথি পিকেএসএফ-এর সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক মোঃ আবুল কাশেম মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্মী সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ মাঠ পর্যায়ে আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও সফল করবে।

আগামী ৫ বৎসরে এসডিআই নতুন ৩০ জেলার ৫৫ উপজেলায় ১৫০০ গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করবে। এতে ২০০০ জনবলের কর্মসংস্থান হবে এবং প্রায় ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণসহ ৭টি কম্পোনেন্টে ১২০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হবে।

সম্মেলনের সভাপতি সামছুল হক বলেন, ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বাংলাদেশে একযোগে কাজ করার ফলে ক্ষুদ্রঋণের সৃষ্টি এবং এর কার্যক্রম এতটাই প্রসারিত হয়েছে যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নারীর জীবনমান উন্নয়নে এক অপরিহার্য অর্থনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসে অন্যান্য কারণের সাথে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি এসডিআই খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রাক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিশু শিক্ষা, কিশোর কিশোরীদের life skill education, অতি দরিদ্রদের স্বাস্থ্য ও ওয়াটার এন্ড সেনিটেশন কর্মসূচী এবং সর্বোপরি ছাগল, ভেড়া, বীজসহ বিভিন্ন উপকরণ সহযোগিতা প্রদান করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তিনি আরো জানান, এসডিআই-এর কর্মকান্ডের বিস্তৃতিকে সংহত ও মানসম্মত করার লক্ষ্যে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন, উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক অফিসগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনয়ন। উপ-নির্বাহী পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত সকলকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, সমন্বয় সভা থেকে এসডিআই-এর কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের উপায় বের হবে।

(উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আই'র রাতের সংবাদে প্রচার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হয়।)

বানিয়াজুরী ইউনিয়নের পর নালী ইউনিয়নেও শতভাগ স্যানিটেশন

এনজিও ফোরামের আর্থিক সহযোগিতায় এসডিআই ঘিওর উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে অস্বাস্থ্যকর খোলা পায়খানা উচ্ছেদ করে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। সমাজের সর্বস্তরের লোকজনকে সঙ্গে করে এবং স্থানীয় সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণে এসডিআই এ লক্ষ্যে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে। ফলস্বরূপ ২০০৬ সালে বানিয়াজুরী ইউনিয়ন সম্পূর্ণরূপে অস্বাস্থ্যকর খোলা পায়খানা মুক্ত হয়। এ সাফল্য শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করে। যার ফলে ২০০৭ সালের জুন মাসে নালী ইউনিয়নও সম্পূর্ণরূপে অস্বাস্থ্যকর খোলা পায়খানা মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ বছরেই বালিয়াখোড়া ইউনিয়নও শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- প্রথম পৃষ্ঠার পর -

মাইক্রোক্রেডিট মেলায় এসডিআই

মিডিয়াসহ সকল দর্শনার্থীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এসডিআই-এর স্টলে প্রদর্শিত তামা, কাসাসহ বিভিন্ন মেটালের শিল্প কর্ম এবং মৃৎ শিল্পের উপস্থাপনা সত্যিকারেই ছিল দেশের লোক-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, মনোমুগ্ধকর এবং শৈল্পিক উৎকর্ষতার পরিচায়ক। যার ফলে মেলায় আগতরা বারবারই ফিরে এসে ভিড় জমিয়েছেন এসডিআই-এর স্টলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ, নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদসহ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, পিকেএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসডিআই-এর স্টল পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মেলার খবরের বড় অংশ জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছে এসডিআই-এর স্টলের পণ্য সামগ্রী। প্রিন্ট মিডিয়ার ফিচারে উঠে এসছে এসডিআই-এর নাম এবং পণ্যের সচিত্র বর্ণনা। তাছাড়া মেলা উপলক্ষে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রকাশিত Microcredit Fair, 2007 স্মারক পুস্তিকায় প্রথমেই ছিল এসডিআই ও এসডিআই-এর প্রদর্শিত পণ্য সামগ্রীর বর্ণনা। প্রথমবারের মত এ ধরনের মেলায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা ও সুখকর অনুভূতি এসডিআই-এর কর্ম তৎপরতাকে আরো বেগবান করবে বলে আমরা আশাবাদী।

সাফল্য গাথাঃ বিটিভিতে এসডিআই-এর কার্যক্রম

গত ০২.০৪.০৭ তারিখে বিটিভি'র 'সাফল্য গাথা' অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় এসডিআই এবং এসডিআই-এর উপকারভোগীদের সাফল্য গাথা। এতে দেখানো হয় কিভাবে অতিদরিদ্র ছালেহা বেগম ধামরাই সদর শাখা থেকে মাত্র ২,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগীর সমন্বিত খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। এতে দেখানো হয় গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক কিন্তু প্রায় হারিয়ে যেতে বসা মৃৎ শিল্পকে কিভাবে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণী রতন পালসহ এসডিআই-এর অন্যান্য সদস্যদের শৈল্পিক ছোঁয়ায়, নানা নকশায় উৎপাদিত হচ্ছে রপ্তানীযোগ্য বিভিন্ন পণ্য। এতে দেখানো হয় এসডিআই-এর ঋণে কিভাবে একজন রাশেদা বেগম তার স্বামীর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যিনি তামা-কাসা ও অন্যান্য ধাতু দিয়ে তৈরী করছেন মনোহর বিভিন্ন শিল্পকর্ম। এতে আরো দেখানো হয় কিভাবে একজন গ্রাম্য গৃহবধু হেনা বেগম এসডিআই থেকে ৭ বছর আগে মাত্র ৩,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু করে বর্তমানে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে বিশাল ধানের চাতাল পরিচালনা করছেন। যেখানে প্রায় ১২ জন অতিদরিদ্র নারী শ্রমিকসহ ২০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। অনুষ্ঠানটিতে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালকের সাক্ষাৎকারে উঠে আসে এসডিআই-এর ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা। যেখানে তিনি ঋণ প্রাপ্তিকে দরিদ্র, অতিদরিদ্র সকল মানুষের অধিকার হিসাবে মনে করেন এবং এসডিআই-এর মাধ্যমে ক্রেডিট এবং ক্রেডিট plus সাপোর্ট প্রান্তিক জনপদে পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া গত ০৪.০৬.০৭ তারিখে বিটিভির প্রচারিত 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে দেখানো হয় এসডিআই থেকে মৌসুমী ঋণ নিয়ে ধান, ভুট্টা, কাঁচামরিচ, বেগুনসহ কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনে কিভাবে সফল হয়েছে তার সচিত্র প্রতিবেদন।

সৌহার্দ্য প্রোগ্রাম ঃ ১৫ মাসের কার্যক্রম ও অর্জন

কেয়ার-সৌহার্দ্য প্রকল্পের পার্টনার এসডিআই, USAID-এর অর্থায়নে, সন্দ্বীপের ১৩ ইউনিয়নের ৫২পাড়া/গ্রামে সৌহার্দ্য কর্মসূচী বাস্তবায়িত করছে। এ প্রকল্পের উপকারভোগী ৭৫৪১ পরিবারের মধ্যে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৫৫৮২ এবং অতি দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ১৯৫৯। নিম্নে ২০০৬ এর ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০৭ এর জুন পর্যন্ত বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

ক.১ প্রশিক্ষণ ও ইনপুট সহযোগিতা

দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি -এই দু'ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ-

০১. সেলাই শিক্ষা ০২. নার্সারী গড়া ০৩. পারিবারিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ০৪. হাঁস মুরগী ও পশু পালন ০৫. পাটি তৈরী ০৬. জাল বুনন ০৭. মৎস্যচাষ ০৮. মোড়া বুনন ০৯. কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা ১০. টিবিএ ১১. প্যারাভেট ১২. মাঠে শস্য চাষ ১৩. মাঠে শাক-সবজি চাষ ১৪. মৎস্য চাষ ১৫. সিএইচডি ১৬. আইজিএ (ছাগল/ভেড়া পালন)। মোট ৩০১২ জনকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ইনপুট (উপকরণ) ও পুঁজি দেওয়া হয়। উপকরণগুলো হলো ঃ- সেলাই মেশিন, কাঁচি, কাস্তে, কোদাল, কিটবক্স, ধানের বীজ, শাক-সবজি বীজ, চারা গাছ, মাছের পোনা, জাল, ছাগল ইত্যাদি।

ক.২ এমসিএইচএস পণ্য সহযোগিতা

গত নভেম্বর ২০০৬ হতে সৌহার্দ্য প্রকল্প এলাকার ১৯৬০ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মাতাকে মাসিক জনপ্রতি ১২ কেজি গম, আধ কেজি ডাল এবং দেড় কেজি সয়াবিন তেল বিতরণ করা হচ্ছে। মে ২০০৭ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ ১,৯৯,০১৭ কেজি।

ক.৩ উপকরণ সহায়তা

- পরিবার প্রতি ১টি করে ৫২ হতদরিদ্র পরিবারকে ৫২টি রিকশা প্রদান।
- পরিবার প্রতি ১টি করে ৫২ হতদরিদ্র পরিবারকে ৫২ টি ভ্যান প্রদান।
- পরিবার প্রতি ১টি করে ৫২ হতদরিদ্র পরিবারকে ৫২টি প্যাডেল রাইস থ্রেসার মেশিন প্রদান।
- দুর্যোগ মোকাবেলা সহায়তার ৫২জন ভিডিপিকে প্রত্যেককে ১টি করে ৫২টি মেগাফোন প্রদান।
- ১৯ হাজার ফলদ, বনজ ও ভেষজ বৃক্ষের চারা (পেয়ারা, পেঁপে, লেবু, আমলকি, নিম, অর্জুন, বরই) কমিউনিটির মধ্যে বিতরণ।

খ. অবকাঠামোগত সহায়তা

- ৯টি কমিউনিটিতে ৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে দেয়া হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা হয়েছে।
- ২টি মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।
- কমিউনিটি শিশুদের বিকাশের জন্য প্রতি ইউনিয়নের ১টি করে ১২টি ইসিডি স্থাপন করা হয়েছে।

গ. সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতি ইউনিয়নে গণসমাবেশের আয়োজন। সমাবেশে যৌতুক, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- বিশ্ব নারী দিবস, মাতৃদুগ্ধ দিবস পালন।
- দুর্যোগ মেলা ও দুর্যোগ মহড়া উদযাপন।
- ৫২টি পাড়ায় ৫২টি একতা দল গঠন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় একতা দল নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।
- দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতি পাড়ায় ১ জন করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবিকা কাজ করছে।
- কৃষি সেবা নিশ্চিত করতে প্রতি পাড়ায় ১ জন করে কৃষি স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছে।

অর্জন

কৃষি ও আয়মূলক কাজ ঃ মাঠ পর্যায়ে শস্য ও শাকসবজি উৎপাদন বেড়েছে। বেড়েছে বৃক্ষ রোপনের সংখ্যা। একদিকে মাছ চাষ বাড়ছে অন্যদিকে যারা নদী/সাগরে মাছ ধরে তারা বিপদ আপদ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, সতর্ক থাকছে। ফলে এদের আয় বাড়ছে। অন্যদিকে যারা রিকশা, ভ্যান, রাইস থ্রেসার মেশিন পেয়েছে তাদের নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি ও উপকরণ পেয়ে নতুন নতুন আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে নিয়মিত উপার্জন করে দারিদ্র্য ঘোচাতে সক্ষম হয়েছে।

স্বাস্থ্য ঃ

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবিকা ও প্যারামেডিক ডাক্তার গর্ভবতী ও প্রসূতি মা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ফলে এরা স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে। স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিদরিদ্র গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে নিয়মিত রেশন দেয়াতে পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

একতা দল গঠনে গ্রামের নারীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে। বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। লেখাপড়া করার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। সম্মিলিতভাবে নিজেদের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারছে।

সাহাওন নেছা-এর ১ম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

গত ৪ মে, ২০০৭ এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল

হকের মাতা মরহুমা সাহাওন নেছা-এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়। ১ম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে সাহাওননেছা-সামাদ ফাউন্ডেশন শ্রীরামপুর, ধামরাই-এ দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মরহুমার গ্রামের বাড়ীতে সকালে কোরানখানি এবং বিকালে কবর জিয়ারত, স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামুখী সংগঠন প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের উদ্দেশ্যে বাণী সম্বলিত ব্যানার ও ফেষ্টুন প্রদর্শন করে। এসডিআই-এর পক্ষ হতে স্মরণীকা প্রকাশ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করা হয়। সমাজসেবী মিসেস সেলিনা হকের সৌজন্যে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের মাঝে টি-সার্ট ও ক্যাপ বিতরণ করা হয়। স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে স্থানীয় রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, সাংবাদিকসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিল শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

নির্বাহী পরিচালকের জন্মদিন পালিত

গত ৮ আগষ্ট, ২০০৭ বুধবার ছিল এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক-এর জন্মদিন। এ সময় প্রলয়ংকারী বন্যায় ভাসছে দেশের প্রায় অর্ধেক অঞ্চল। বাড়িঘর ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বন্যার্ত মানুষের দুর্ভোগ অবর্ণনীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক এ বিপর্যয় বিবেচনা করে অত্যন্ত

অনাড়ম্বরভাবে তার সহধর্মিনী সেলিনা হকের আনা শুধুমাত্র কেক কেটে এসডিআই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পালিত হয় তার ৪৮তম জন্মদিন। জন্মদিনে তার আর্তি ছিল, সকলেই বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ান। এ সেবা মানবতার সেবা, এ সেবা দেয়ার মত আনন্দ আর কিছুই হতে পারে না। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

ধামরাইয়ের ভালুম আতাউর রহমান খান কলেজে নবীনবরণ উৎসব

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ধামরাই উপজেলার কালামপুরের ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল ও কলেজের নবীনবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট প্রবীণ শিক্ষাবিদ কেএম শামসুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবক এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক ও সূতিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন। এছাড়া স্কুল-কলেজের নির্বাহী সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও নবাগত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পুরাতন শিক্ষার্থীরা নবাগত শিক্ষার্থীদের রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। সভার দ্বিতীয় পর্বে এসডিআই-এর জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন কর্মসূচির কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৫শ ছাত্র ছাত্রীর অংশগ্রহণে এ কুইজে ৪০টি শিক্ষামূলক প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়। কুইজ বিজয়ী ১৫ জন ছাত্রী ও ২৫ জন ছাত্রের মধ্যে বইসহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গ্রাম সালিশ কমিটিতে মুখ্য ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণ প্রকল্প-এর উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়ন অন্তর্গত বানিয়াজুরী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সন্ধ্যা ইয়াসমিন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের পেশাজীবী মহিলা ও পুরুষ নেতৃবৃন্দ প্রমূখ। মোট ৩০২ জন ব্যক্তি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, যার ৯২ ভাগই নারী। সভায় বলা হয় নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য নারী সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে। পুরুষ সহায়ক হিসেবে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

'গ্রাম সালিশ কমিটিতে মুখ্য ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে গণকল্যাণ ট্রাষ্টের পার্টনারশীপে এসডিআই ঘিওর উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন, যথা - বানিয়াজুরী, নালী, সিংজুরী, বালিয়াখোরা, ঘিওর ও বড়টিয়া ইউনিয়নে গ্রাম সালিশ কমিটিতে মুখ্য ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল গ্রাম্য সালিশে বিচারক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এসডিআই নিম্নোক্ত কার্যকলাপসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা (মৌলবী), স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কর্মশালার আয়োজন।
- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন।
- নারী সচেতনতার জন্য নাটিকা মঞ্চস্থ ও ভিডিও শো প্রদর্শন।
- চেয়ারম্যান-মেম্বারদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- আইন ও সালিশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন ইত্যাদি।

পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক এর ধামরাই ও ঘিওর অঞ্চল পরিদর্শন

১৯৯৭ সনে পিকেএসএফ কর্তৃক এসডিআইকে পার্টনার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার অন্যতম ব্যক্তিত্ব পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবুল কাশেম গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল এসডিআই-এর ঢাকা অঞ্চলের রায়েরবাজার, মিরপুর-১ ও আদাবর শাখা, ধামরাই অঞ্চলের ইপিজেড ও ধামরাই সদর শাখা এবং ঘিওর অঞ্চলের মানিকগঞ্জ শাখা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কয়েকটি দলীয় সভা প্রত্যক্ষ করেন ও দলীয় সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। এতে তিনি দলীয় সদস্যদের গৃহীত প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং উৎপাদনমূখী প্রকল্প বাস্তবায়নে নারীদের অংশ গ্রহণের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এসডিআই-এর মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণে বাস্তবায়িত ধামরাই শাখার রজনীগন্ধা সমিতির সদস্য রতন পালের মৃৎ শিল্প প্রকল্পসহ ধামরাই-এর পালপাড়ার দলীয় সদস্যদের মৃৎ শিল্প প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি মৃৎ শিল্পীদের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং তাদের সাথে এসব পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। তিনি মৃৎ শিল্পীদের গুণগত মান সম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এসডিআই'কে আরো অধিক পরিমাণে বিনিয়োগেরও পরামর্শ দেন। তিনি মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প চিহ্নিত করে এর প্রসার ঘটানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মী-কর্মকর্তাদের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং কাজের গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। মতবিনিময় কালে তিনি পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় এসডিআই-এর কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় তার ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। পরিদর্শনকালে তার সফর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন মোঃ আশরাফুল আলম, সহকারী ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এবং মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়া, সহকারী ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ। তার এ পরিদর্শনকালে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক সহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অঞ্চল ভিত্তিক ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রের সাথে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, সকল স্তরের কর্মীদের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অঞ্চল পর্যায়ে ত্রৈমাসিক আঞ্চলিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। গত ০৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা অঞ্চলের সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেন নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক, উপ-নির্বাহী পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক সহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। অপরদিকে একই তারিখে অনুষ্ঠিত ফেণী অঞ্চলের সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ অহিদ উল্যা ও সিনিয়র একাউন্টস অফিসার মফিজুল ইসলাম।

২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় ধামরাই, ঘিওর, সন্দীপ ও সীতাকুন্ড অঞ্চলের সমন্বয় সভা। ঘিওর অঞ্চলের সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক এবং কেন্দ্রীয় অডিটর মোঃ খোরশেদ আলম। ধামরাই অঞ্চলের সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল ক্রেডিট মনিটর মোঃ আঃ কাইউম আজাদ এবং কেন্দ্রীয় মনিটরিং অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান। ধামরাই অঞ্চলের সমন্বয় সভার সমাপনী অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সন্দীপ অঞ্চলের সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপ-নির্বাহী পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক এবং সিনিয়র একাউন্টস অফিসার মফিজুল ইসলাম। সীতাকুন্ড অঞ্চলের

-আট পৃষ্ঠায় দেখুন-

প্রযুক্তি তথ্য

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি

ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতিগুলো হলো-

উইডার (নিড়ানী যন্ত্র)

উইডার দিয়ে সারিবদ্ধভাবে রোপন করা কাঁদাযুক্ত যে কোন প্রকার মাটিতেই আগাছা দমন করা যায়। একজন শ্রমিক ঘন্টায় প্রায় ১০ শতাংশ জমির আগাছা দমন করতে পারেন। মহিলা শ্রমিকরাও এ যন্ত্র দিয়ে সহজে কাজ করতে পারে।

রিপার (ধান কাটা যন্ত্র)

ধান ও গম কাটতে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্র দিয়ে শুকনো জমিতে খাড়া অবস্থায় থাকা যে কোন ধান বা গম কাটা যায়। ঘন্টায় ১ বিঘা জমির ধান/গম কাটা সম্ভব। দেখা গেছে রিপার ব্যবহার করে সনাতন পদ্ধতির চেয়ে প্রতি বিঘায় কমপক্ষে ৩০০ টাকা আর্থিক সাশ্রয় হয়।

পাওয়ার উইনোয়ার (ঝাড়াই যন্ত্র)

এ যন্ত্র দিয়ে ঘন্টায় প্রায় ১২ মণ শস্য ঝাড়াই করা যায়। এটি চালাতে ২ জন শ্রমিক প্রয়োজন। পাওয়ার উইনোয়ার দ্বারা ঝাড়াই শস্যের গুণগত মান বজায় থাকে।

পাওয়ার থ্রেসার (মাড়াই যন্ত্র)

ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট তিন ধরনের মাড়াই যন্ত্র তৈরী করেছে। যথা-

১. ড্রাম পাওয়ার থ্রেসার ঃ এটি দিয়ে ঘন্টায় প্রায় ১০ মণ ধান মাড়াই করা যায়। ধানের খড় অক্ষত অবস্থায় থাকে। এটিতে ৩ জন শ্রমিক এক সাথে কাজ করতে পারেন। এটি বীজ ধান মাড়াইয়ের জন্যও উপযোগী।

২. ধান-গম পাওয়ার থ্রেসার (TH-7) ঃ এটি দিয়ে সদ্য কাটা ধান ও গম মাড়াই করা যায়। মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের কাজ এক সাথে সম্পন্ন করা যায়। শ্যালো টিউবওয়েল বা পাওয়ার টিলারের ইঞ্জিন/মোটর দিয়ে এটি চালানো যাবে। ২ জন শ্রমিক এ যন্ত্র চালাতে পারেন। ঘন্টায় প্রায় ১৮ মণ ধান এবং ১০ মণ গম মাড়াই করা যায়। ধান, গম ছাড়াও অন্য দানাদার শস্য যেমন ছোলা, মাস কালাই ইত্যাদিও এ যন্ত্র দিয়ে মাড়াই করা যাবে।

৩. ধান গম পাওয়ার থ্রেসার (TH-8) ঃ এ যন্ত্রটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ঘন্টায় প্রায় ২৫ মণ ধান এবং ১৫ মণ গম মাড়াই করা যায়। তাই এটি ভাড়া পদ্ধতিতে চালানো লাভজনক।

উন্নত চুলা

এ চুলা গ্রামে-গঞ্জে ব্যবহৃত গড়া চুলার উন্নত সংস্করণ। তবে এ চুলায় মাটি অথবা লোহার তৈরী ছাকনীর উপর জ্বালানী পোড়ানো হয়। জ্বালানীতে বাতাস সরবরাহের জন্য চুলার পাশে একটি গর্ত আছে যার সাহায্যে ছাই বের করা হয়। হালকা ও ভারী সব ধরনের জ্বালানীই এ চুলায় ব্যবহার করা যায়। সনাতন চুলার তুলনায় এ চুলায় শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ জ্বালানী কম খরচ হয়।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর পুস্তিকা)

সনোফিল্টারঃ দুই বাঙালীর পানি আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

আর্সেনিক এক ধরনের বিষ। দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত আর্সেনিক যুক্ত পানি পান থেকে আর্সেনিকোসিস রোগের সৃষ্টি হয়। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলার অনেক নলকূপের পানিতে ক্ষতিকর মাত্রার আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। পানিতে আর্সেনিক একটি বৈশ্বিক সমস্যা। তাই পৃথিবীর মানুষের নিকট পানি আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সনোফিল্টার এই প্রচেষ্টারই ফসল। বাংলাদেশের দুই সহোদর ডঃ আবুল হুসসাম এবং ডাঃ একেএম মুনীর সনোফিল্টার-এর আবিস্কারক। এটি ২০০৭ সালে ১ ফেব্রুয়ারি 'দি গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ ফর সাসটেইনিবিলিটি' পুরস্কার লাভ করে। এ পুরস্কারকে প্রযুক্তির নোবেল প্রাইজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সনোফিল্টার যে ভাবে কাজ করে

দুই বালতি বিশিষ্ট সনো ফিল্টার স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে তৈরী। এর সক্রিয় উপাদান হল কম্পোজিট আয়রন ম্যাট্রিক্স। এতে কোন রাসায়নিক উপাদান নেই, তাই কোন রাসায়নিক দূষণের আশংকাও নেই। সনোফিল্টারে পানি প্রবেশ করানোর ২/৩ মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত (আর্সেনিক মুক্ত) পানি সংগ্রহ করা যায়। ২টি বালতির সমন্বয়ে গঠিত সনোফিল্টারের উপরের বালতিতে আছে নদীর অমসৃণ বালি এবং কম্পোজিট আয়রন ম্যাট্রিক্স। এগুলো পানিতে থাকা আবর্জনাসহ অজৈব আর্সেনিক আটকে ফেলে। দ্বিতীয় বাললিতে রাখা হয় অমসৃণ বালি, কাঠ কয়লা, মিহি বালি ও ইটের খোয়া। প্রথম বালতির পরিশোধিত পানি দ্বিতীয় বালতিতে প্রবেশ করার পর অমসৃণ বালি ও কাঠ কয়লা পানি থেকে অন্যান্য অজৈব দূষণ দূর করে। অন্যদিকে মিহি বালি ও ইটের খোয়া সুক্ষ আবর্জনাকে দূর করে খাবার যোগ্য আর্সেনিক ও জীবাণুমুক্ত পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। একটি সনো ফিল্টার-এর দাম গড়ে ২-৩ হাজার টাকা মাত্র।

এক বছরে সিবিডিআরএম প্রজেক্টের কর্মকান্ড

২০০৬ সনের মে মাস থেকে ২০০৭ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সন্দ্বীপ উপজেলার রহমতপুর, মুছাপুর, কালাপানিয়া ও উড়িরচর ইউনিয়নের ৩৯ কমিউনিটিতে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সুফলভোগী মোট ৪০,০২৭ জন। সরাসরি উপকারভোগীদের মধ্যে রয়েছে ভূমিহীন ও দিনমজুর (যাদের নিজস্ব আয়ের উপকরণ নেই), প্রতিবন্ধী, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তালাকপ্রাপ্তা ও পরিত্যক্তাসহ মহিলা নির্ভর পরিবার ইত্যাদি।

সাধারণতঃ এসব পরিবারের সদস্যদের উপার্জনের বিশেষ দক্ষতা জ্ঞান নেই, শিক্ষা নেই এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন নয়। এদের নেই নিরাপদ পানির সংস্থান ও স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা।

অন্যদিকে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডাররা হলেন নির্বাচিত স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, নাগরিক সমাজ, ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় ব্যবসায়ী, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, রেডক্রিসেন্ট ভলান্টিয়ার এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো হলো ঃ-

দুর্যোগ মেলাঃ মেলার বিভিন্ন স্টলে দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম দেখানো হয়। শুকনো খাদ্যদ্রব্য প্রদর্শন করা হয়।

দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালনঃ এ দিন দুর্যোগ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালী ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্যোগ বিষয়ক মহড়াঃ মহড়ায় নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া, বয়োজ্যোষ্ঠদের সহযোগিতা, খাবার সংরক্ষণ, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করা হয়।

লোক সংগীত ঃ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় জনগণকে সচেতন করার জন্য লোকসংগীতের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ (উপকারভোগীদের জন্য)ঃ গত ১ বৎসরে উপকারভোগীদের যে সব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, তা হলো-

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	UDMC, CCA, CSMC সদস্য	১৫০ জন
২.	Awarness building through Folk song	Cultural Team, SDI	১৫ জন
৩.	বসতবাড়িতে সবজি চাষ ও বিপণন	প্রকল্প সুফলভোগী	২০ জন
৪.	প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার কাজ	CCA ও CSMC সদস্য	৯০ জন
৫.	জেলেদের ঝুঁকি হ্রাস	জেলে সম্প্রদায়	৩৯০ জন
৬.	আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড	প্রকল্প সুফলভোগী	১০০ জন

প্রতিষ্ঠান গড়া/অবকাঠামো নির্মাণ/উপকরণ বিতরণঃ

১. মোট ১০টি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং ৩টি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয় করণ
২. ৭টি কমিউনিটি ইমার্জেন্সি স্টোর স্থাপন।
৩. ১০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার/ মেরামত।
৪. ২টি সৌরবিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন।
৫. কমিউনিটি উদ্যোগ উৎসাহিত করার জন্য ৩টি CSMC কে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৬. ১০ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১০টি পানির ট্যাংক স্থাপন।
৭. ৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে সতর্কীকরণ উপকরণ প্রদান।
৮. ১০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ফার্স্ট এইড বক্স প্রদান।
৯. ১৩০টি বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে। ঘর মজবুত করার জন্য আরসিসি পিলার, সিমেন্ট ক্যাপ ও স্যানিটেশন উপকরণ প্রদান।
১০. ১৩টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
১১. ২টি ডিপটিউবওয়েল স্থাপন।
১২. ৩৯০জন জেলেকে প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ (রেডিও, টর্চ লাইট, লাইফ জ্যাকেট, আইডি কার্ড ইত্যাদি) প্রদান।
১৩. ১৩০০ পরিবারকে কমিউনিটির জায়গায় বৃক্ষরোপণ করার জন্য চারা প্রদান।
১৪. ২টি পানির রিজার্ভার স্থাপন ।
১৫. ১৪৯০ পরিবারের মধ্যে সবজি বীজ (ছয় প্রকার) বিতরণ।
১৬. ৬টি কমিউনিটি স্থান উঁচু করণ ।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এসডিআই-এর ত্রাণ কার্যক্রম

এসডিআই বন্যা চলাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় মেডিকেল টীম পরিচালনাসহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার হয়েছে। এর মধ্যে বিটিভি ১৪ আগষ্ট নিয়মিত সংবাদে বাচামরার চরে ত্রাণ বিতরণ ও মেডিকেল টীম পরিচালনার সংবাদ প্রচার করেছে। ২২ আগষ্ট চ্যানেল আই 'মাইক্রোক্রেডিট অগ্রগতিতে বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে বাচামরার চরে ত্রাণ বিতরণ ও মেডিকেল টীম পরিচালনার সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করেছে। ১৯ আগষ্ট তারিখে চ্যানেল আই নিয়মিত সংবাদে এবং ৫ সেপ্টেম্বর 'মাইক্রোক্রেডিট অগ্রগতিতে বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে দুর্গম চরভারাঙ্গায় ত্রাণ বিতরণ ও মেডিকেল টীম পরিচালনার সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করেছে এছাড়া চ্যানেল ওয়ান ১৮ আগষ্ট চরভারাঙ্গায় ত্রাণ বিতরণ ও মেডিকেল টীম পরিচালনার সংবাদ প্রচার করেছে।

-ছয় পৃষ্ঠার পর-

সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ অহিদ উল্যা। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এ সকল সমন্বয় সভায় জানুয়ারি - মার্চ ২০০৭ এই তিন মাসের অর্জন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ, পরবর্তী তিন মাসের (এপ্রিল - জুন,২০০৭) কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের যথার্থতা যাচাই এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে ৬টি অঞ্চলের সমন্বয় সভার Finding's নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সামারী রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেয়া হয়। সকল পর্যায়ের কর্মীদের মতামত অনুযায়ী ত্রৈমাসিক আঞ্চলিক সমন্বয় সভা সংস্থার কার্যক্রমে সুদূর প্রসারী ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হয়।

জীবন সংগ্রামে জয়ী একজন লক্ষীরাণী

আঃ কাইউম আজাদ

দিনমজুর কালাচাঁদ রায়ের ১০ সন্তানের মধ্যে ৭ম লক্ষীরাণীর জন্ম ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের মিরসরাই থানার মিরসরাই গ্রামে। অভাবের সংসারে লেখা পড়ার সুযোগও পায়নি লক্ষীরাণী। বরঞ্চ অল্প বয়সেই সীতাকুন্ডের শেখপাড়ার দিনমজুর সুধাংশু নাথের সাথে তার বিয়ে হয়। সুধাংশু নাথের থাকার মধ্যে ছিল একটুকরো ভিটেমাটি এবং গোল পাতার চালা ও খড়ের বেড়ার একটি ঘর। ৫ ছেলে মেয়ে নিয়ে তার সংসার। সুধাংশু নাথের একার পক্ষে দিনমজুরী করে ৭ জনের দু'বেলা আহার জোটানো সম্ভব ছিল না। তাই লক্ষীরাণীও ঝিয়ের কাজ নেয়। কোন রকমে কায়ক্লেশে তাদের দিন চলছিল। এরকম অবস্থায় সুধাংশু নাথ কঠিন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। অর্থাভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যায় সুধাংশু নাথ। ৫ ছেলে-মেয়ে নিয়ে লক্ষীরাণী অকুল পাথারে পরে হাবুডুবু খেতে থাকেন। শুধুই হতাশা, অনিশ্চিত ভবিষ্যত। তবে একবারে হাল ছেড়ে দেননি লক্ষীরাণী। তাই ভালভাবে বেঁচে থাকার পথ হাতড়াতে থাকেন ঠিকই। লক্ষীরাণী যে বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতেন সে বাড়িতে এসডিআই-এর কলমিলতা সমিতির সভা হত। সমিতির সদস্যদের দেখাদেখি লক্ষীরাণীও সমিতির সদস্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করে নিজে কিছু করে স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

তাই সমিতির সদস্য হবার প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু সমিতির অন্য সদস্যরা আশংকা করেন লক্ষীরাণী ঋণ ফেরত দিতে পারবেন না। তিনি সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন ভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেন ঋণ নিয়ে শীতল পাটি বুনার কাজ করে ঋণ শোধ করে দিতে পারবেন। কিন্তু কেউ আশ্বস্ত হতে পারছিল না। অবশেষে সভানেত্রী যুথিকা দেবীর সর্মথনে এসডিআই কর্মী লিপিকা রাণী ঝুঁকি নিয়ে ২০০৩ এর মার্চ মাসে তাকে সমিতিতে ভর্তি করেন। প্রায় ১১ মাস সঞ্চয় জমা করার পর লক্ষীরাণী ৪,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এবার শুরু হয় তার অন্য জীবন। পরের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ ছেড়ে দেন। ঋণের ২,০০০ টাকা দিয়ে বাৎসরিক ইজারায় ১ বিঘা পাহাড়ী জমি কট রাখেন এবং বাকী টাকা দিয়ে পাটি বুনার বেত কিনেন। জমিতে ২ ছেলেকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শাক-সবজি চাষ করেন এবং ঘরে বসে বেত দিয়ে শীতল পাটি বুনেন। এই ভাবে মা ও ২ ছেলে মিলে কাজ শুরু করেন। ক্ষেতে উৎপাদিত শাক-সবজি এবং ঘরে বসে বুনানো পাটি স্থানীয় সীতাকুন্ড বাজারে বিক্রি করে ভালো আয় করতে থাকেন। আস্তে আস্তে তাদের সংসারে আয়ও বাড়তে থাকে। প্রথম বছরেই সংসার খরচ এবং এসডিআই-এর কিস্তি পরিশোধ করে লক্ষীরাণী দক্ষতার পরিচয় রাখেন এবং ঋণ পরিশোধ না করতে পারার যে ভয় সমিতির সদস্যদের ছিল তা কেটে যায়। ঋণের ৪,০০০ টাকা নিয়ম মত পরিশোধ করার পর তার প্রকল্পের সফলতা দেখে শাখা ব্যবস্থাপক ও সি.ও. তাকে পুনরায় ৬,০০০ টাকা ঋণ দেন। এই টাকা দিয়ে লক্ষীরাণী পাহাড়ে জুম চাষের জন্য ৩ বিঘা জমি লীজ নেন এবং শীতলপাটি বুননের জন্য বেত কিনেন। একটি শীতলপাটি বাজারে প্রায় ৪০০/৫০০ টাকা বিক্রি করেন। পাহাড়ে জুম চাষেও প্রচুর লাভ হয়। নিজে ও ছেলে-মেয়েদের পরিশ্রমের বিনিময়ে লক্ষীরাণী তার স্বামীর ভিটায় ২০০৬ সালে একটি টিনের ঘর দিতে সক্ষম হন। ২য় দফার ঋণ শোধ করে ৩য় দফায় লক্ষীরাণী ২৭.০৫.০৬ তারিখে সংস্থা হতে ১০,০০০ টাকা ঋণ নেন। লক্ষীরাণী বর্তমানে তার জুম চাষের পাশাপাশি শীতল পাটি বুননের বেতের চাষ করছেন এবং ২ ছেলের পাশাপাশি ক্ষেতে ২/৩ জন মজুর খাটান। তার বাগানে বর্তমানে বেতের মূল্য প্রায় ১০/১২ হাজার টাকা এবং যে সবজির চাষ করেছেন তা বিক্রি করে এক মওসুমে আরও ২০,০০০ টাকা আয় করতে পারবেন বলে আশাবাদী। সব মিলিয়ে এক সময়ের অবলা লক্ষীরাণী এখন কর্মঠ ও সক্ষম গৃহকত্রী। নিজেই আয় করছেন, নিজেই ব্যয় করছেন যা একদিন ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। ৫ ছেলে মেয়ের মধ্যে বড় দুই ছেলে ও এক মেয়েকে লেখা পড়া করাতে পারেননি। ছোট দুই মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন যার মধ্যে এক মেয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে এবং অন্য মেয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সবমিলিয়ে এসডিআই-এর ঋণ লক্ষীরাণীর জীবনে কুয়াশার অন্ধকার কাটিয়ে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে। ইচ্ছা শক্তি এবং অর্থিক সুযোগের সমন্বয় ঘটলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। পরিশ্রমী লক্ষীরাণী তার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সন্দ্বীপে জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

গত ১১ জুন ২০০৭ অস্বাভাবিক জোয়ার সৃষ্টি হয়ে সন্দ্বীপের কিছু এলাকা প্লাবিত হয় । ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় আজিমপুর, মুছাপুর ও মাইটভাঙ্গা ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০০ জনের একটি তালিকা তৈরী করা হয়। জনপ্রতি ১ কেজি চিড়া, ২৫০ গ্রাম গুড়, ২ টি মোমবাতি ও ২ টি ম্যাচ বিতরণের

সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । এর মধ্যে আইআরডিপি প্রকল্পের নেতৃত্বে আজিমপুর ইউনিয়নে ১০০ জনকে, সিবিডিআরএম প্রকল্পের নেতৃত্বে মুছাপুর ইউনিয়নে ২০০ জনকে এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর নেতৃত্বে মাইটভাঙ্গা ইউনিয়নে ১০০ জনকে উক্ত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় । বিতরণ অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, আনসার ও ভিডিপি সদস্য, সাইক্লোন শেল্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি সদস্য, এসডিআই কর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও কৃষি বিষয়ক মেলা

গত ১৫-১৬ মার্চ, ২০০৭ দুর্যোগ ও কৃষি বিষয়ক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্বোধন করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রণব কুমার ঘোষ। বিশেষ অতিথি ছিলেন নৌ বাহিনীর লেঃ কমান্ডার আঃ ছামাদ। মেলার প্রধান উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত সন্দ্বীপবাসীর দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। মেলায় এসডিআই-এর বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারী সংস্থা, এনজিও

ও স্থানীয় উদ্যোক্তারা অংশ নেন। উল্লেখযোগ্য স্টলগুলো হলো ঃ কেয়ার-সৌহার্দ্য, সিবিডিআরএমপি, আইআরডিপি এবং ক্রেডিট প্রোগ্রাম, গ্রামীণশক্তি, সরকারী কৃষি বিভাগ ইত্যাদি।

মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল-

- দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া। মহড়ায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জনিত দুর্যোগে বিভিন্ন করণীয় বিষয় দেখানো হয়।
- লোকসংগীতের অনুষ্ঠান। এসডিআই-এর নিজস্ব শিল্পী গোষ্ঠী জারী গানের মাধ্যমে দুর্যোগ কবলিত জনগণকে সজাগ করে তোলে।
- স্কুলের ছেলেমেয়েদের কুচকাওয়াজ।

ক্রীড়া ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

এসডিআই পরিচালিত ২৩টি অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'বার্ষিক ক্রীড়া ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০০৬' ১৭ মার্চ ২০০৭ অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল ১০০ মিটার দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ার, মোরগ লড়াই, সুঁই সুতা দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল গান, নাচ, অভিনয়,চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি। তাছাড়া ছিল যেমন খুশি তেমন সাজ প্রতিযোগিতা।

দুর্গম যমুনার চরে ত্রাণ বিতরণ

এসডিআই, মজুমদার ট্রেডার্স ও সুস্থ জীবন-এর সমন্বিত ত্রাণ তৎপরতা

১৭ ও ১৮ আগষ্ট, ২০০৭ মজুমদার ট্রেডার্স লিঃ নোয়াপাড়া, যশোর এবং ঢাকার ধানমন্ডি লেক কেন্দ্রিক সেবা সংগঠন 'সুস্থ জীবন'-এর ত্রাণ সহায়তায় সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই) -এর ব্যবস্থাপনায় যমুনার দুর্গম দ্বীপ চরভারাঙ্গার ১৬০০ পরিবার এবং ঘিওর উপজেলার বিভিন্ন চরের ১৪০০ পরিবারসহ মোট ৩০০০ অতিদরিদ্র, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবতী মা, শিশু, শারিরিক প্রতিবন্ধী ও সামাজিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রতি পরিবারের জন্য ৫কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি লবণ ও এক প্যাকেট বিস্কুট (শিশুখাদ্য) -এর একটি

করে প্যাকেট বিতরণ করা হয়। দুর্গম চরে সরেজমিনে উপস্থিত থেকে ত্রাণ বিতরণ করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক, মজুমদার ট্রেডার্স লিঃ এর চেয়ারম্যান চিত্ত মজুমদার, মানিকগঞ্জের সহকারী কমিশনার হেদায়েতুল ইসলাম, 'সুস্থ জীবন'-এর পক্ষে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভজন চন্দ্র দাস, রমেন কুন্ডু, চিত্ত পাল, ধনঞ্জয় সরকার প্রমুখ।

বানভাসী মানুষের জন্য নন্দলালের মমত্ববোধ মানবতারই জয়গান

ভয়াবহ বন্যায় সারাদেশ ভাসছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পানিবন্দী। ঘরে খাবার নেই। কোথাও কোন কাজ নেই। চারিদিকে শুধু হাহাকার। এক মুঠো খাবারের জন্য অসহায় ক্ষুধার্ত মা ছুটোছুটি করছে। ঘরে তার কোলের শিশুটি একা, সেদিকে খেয়াল নেই। ক্ষুধা বড় নিষ্ঠুর। কোথাও কোন ত্রাণ পাওয়া যায় কি-না,সে আশায় বন্যার্ত মানুষ জড়ো হচ্ছে এখানে-সেখানে। বন্যায় পশু আর মানুষের চলছে একঘরে বসবাস। দেশের এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে অতীতের মতো এবারও বসে নেই হৃদয়বান মানুষেরা। সব পেশার মানুষই দাঁড়িয়েছেন বন্যার্তদের পাশে। বসে নেই ধানমন্ডির ৮৫ বছরের বয়োবৃদ্ধও ধানমন্ডি লেকের পাড়ে প্রাতঃভ্রমণকারীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'সুস্থ জীবন'

সংগঠনের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য, অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা নন্দলাল বিশ্বাস। তিনি জানতে পারেন - এসডিআই, মজুমদার ট্রেডার্স লিঃ ও 'সুস্থ জীবন' সমন্বিত উদ্যোগে ১৭ ও ১৮ আগষ্ট ২০০৭ মানিকগঞ্জের দুর্গম যমুনার চর চরভারাঙ্গা ও চর ঘিওর এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করতে যাচ্ছে। বন্যার্ত অসহায় মানুষের জন্য তাঁর প্রাণও কেঁদে ওঠে। হাঁটাচলায় কষ্ট সত্ত্বেও দুই কার্টুন বিস্কুট নিয়ে স্ব-শরীরে চলে আসেন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক-এর বাসায়। চোখে মুখে তাঁর আকুল আকুতি, বিস্কুটগুলো যেনো সংস্থার ত্রাণ সামগ্রীর সাথে অসহায় শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হয়। দেশের এই প্রচণ্ড দুর্যোগে নন্দলাল বাবুর এই দান সামান্য হলেও বিপর্যস্ত দিশেহারা মানুষের প্রতি তার এই ভালবাসা অসাধারণ - যা অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। নন্দলাল বাবুর মতো আমাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। যার যেটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে হবে। নন্দলাল বাবুর মত মানুষের প্রতি ভালবাসাই দুর্গত মানুষদের কষ্ট লাঘব করতে পারে। আসুন অসহায় মানুষদের প্রতি ভালবাসার এ চেতনা সবার মধ্যে জাগিয়ে তুলি।

-শিরিন, এসডিআই

যারা বন্যাদুর্গতদের সহায়তা দিলেন

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চিত্ত মজুমদার, চেয়ারম্যান মজুমদার ট্রেডার্স লিঃ, নোয়াপাড়া, যশোর - ১৫ টন চাল ও ৩ টন ডাল, বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম - ১.৫ টন লবণ এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চিত্ত পাল - ১০০০ প্যাকেট, রমেন কুন্ড - ৫০০ প্যাকেট, ধনঞ্জয় সরকার - ৫০০ প্যাকেট, গৌরাঙ্গ ভৌমিক - ৫০০ প্যাকেট, অঞ্জন কুমার দেব - ৩০০০ প্যাকেট, শ্যামল দাস - ২০০ প্যাকেট ও নন্দলাল বিশ্বাস - ১০০ প্যাকেট বিস্কুট। তারা সবাই 'সুস্থ জীবন'-এর সদস্য। এছাড়াও 'সুস্থ জীবন'-এর সদস্যদের পাশাপাশি তাদের সহধর্মিনীরা বন্যার্তদের জন্য শাড়ীসহ অন্যান্য পোশাক দিয়ে সহায়তা করেছেন। তারা হলেন- কাজল পাল, মিসেস মজুমদার, সেলিনা হক, সবিতা সরকার প্রমুখ।

ধন্য ভাই বোন

শুভ

সুমা

এরা দু'ভাইবোন টিফিনের ১৪৪৩ টাকা বাঁচিয়ে চরভারাঙ্গার বন্যা দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে মানুষ মানুষের জন্য।

বন্যাদুর্গত মানুষদের দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে আসার জন্য অভিনন্দন

যারা মানুষের বিপদে এগিয়ে আসেন তারা মহৎ। দারিদ্র্য আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত এ দেশের মানুষদের জন্য প্রয়োজন এ ধরনের অসংখ্য মহৎপ্রাণ মানুষ।

বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে এসডিআই

এবারের ভয়াবহ বন্যা বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলের ৩৯টি জেলার ১৯৯ উপজেলা (দেশের প্রায় ২৭ ভাগ এলাকা) প্লাবিত করেছে। ফসল, অবকাঠামো ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। ডুবে যাওয়া বাড়িঘর ছেড়ে অসংখ্য মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নিতে হয়েছে । বানভাসি মানুষদের দুর্ভোগের সীমা ছিলনা। এবারের বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলা। এসডিআই-এর কর্ম এলাকা মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, ঘিওর ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা অতি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার একটি। তাছারা এসডিআই-এর আরেকটি কর্ম এলাকা ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিচে ক্ষতিগ্রস্ততার চিত্র তুলে দরা হল ঃ

জেলা	উপজেলা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমী		ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি		ক্ষতিগ্রস্ত নলকুপ/ পায়খানা
						সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ	আংশিক	
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	১৭০ কিঃমিঃ	১০	১৫৫০০	৭০০০০	১২৩৯৪	২০১৩	৩৭	১৬৫০	৯৫%
	ঘিওর	১৪৯ কিঃমিঃ	৭	১৭৮৭০	৬৭৪৫০	৭৩৭৫	২২৭	১৯২০	৩৮২০	৯৫%
	দৌলতপুর	১২০ কিঃমিঃ	৮	১৬৫৭৬	৭৬১৩১	১৪৪২৮	১৬১৫	৭৭৮	১২৪৫	৯৫%
ঢাকা	ধামরাই	৪৫৩ কিঃমিঃ	৮	২৯৫০	১৪৭৫০	২১৮৪২	১০৬৪	১০	১১৩	৩০%

তাছাড়া এসব এলাকার ৪৩৯ কিলোমিটার কাঁচা-পাকা রাস্তা সম্পূর্ণ এবং ৬৬১ কিলোমিটার কাঁচা-পাকা রাস্তা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯ কিলোমিটার বাঁধ। অন্যদিকে মোট ৩২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিপদাপন্ন জনগণের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ৬৬০ জন, মহিলা প্রধান পরিবার ২৩২০, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ৫৭৪০ এবং ৬৬০ জন গর্ভবতী নারী রয়েছে। বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষনিকভাবে ধামরাই, মানিকগঞ্জ, ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলায় খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ভায়াল ও কার্বলিক এসিড বিতরণ করা হয়। এসডিআই মোট ১২০০ শিশি কার্বলিক এসিড, ২২০০ শিশি ভায়াল, ২৫০০০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন, ১০০০০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করেছে। এসডিআই অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ বন্যা কবলিত বাচামারা ও বাঘুটিয়ার চরাঞ্চলের ১৬৫০ জন পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল ও আধা কেজি লবণ প্রদান করেছে। বন্যার্তদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য একজন ডাক্তার, একজন সহকারী ও একজন কেয়ারটেকার নিয়ে গঠিত ২টি জরুরী মেডিকেল টীম গঠন করা হয়। মানিকগঞ্জের ১৩টি স্থানে এবং ধামরাই-এর ৫টি স্থানে মোট ১৮দিন চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪২০০ গর্ভবতী মহিলা, প্রতিবন্ধী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বন্যাজনিত

বন্যাদুর্গতদের সহায়তায় প্রথম ধাপে এসডিআই-এর ১ কোটি টাকা সহজ ঋণ বরাদ্দ

পানিবাহিত রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। বন্যা পরবর্তীতে দ্রুত প্রকল্প পুনর্গঠন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে এসডিআই প্রাথমিক ভাবে ৮৩ লক্ষ টাকা অতি সহজ ঋণ বিতরণ শুরু করেছে। ঘিওর ও ধামরাই অঞ্চলের ৯টি শাখা থেকে জনপ্রতি ২০০০ টাকা করে মোট ৪১৫০ জনকে এই ঋণ দেয়া হবে। ৪ মাস মেয়াদী ঋণ ৪ মাস পর ২০০০ টাকায় মাত্র ২৭ টাকা সার্ভিস চার্জ দিয়ে এককালীন ফেরৎ দিতে হবে। পাশাপাশি বন্যাদুর্গত ঋণগ্রহীত সদস্যদের কিস্তি প্রদান ১ মাসের জন্য স্থগিত করেছে। পুনর্বাসনের জন্য এসডিআই-এর আরো পরিকল্পনা রয়েছে।

উপদেষ্টা সম্পাদক ঃ সামছুল হক; সম্পাদনা পরিষদ ঃ এ. বি. সিদ্দিক, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল আজিম; সম্পাদক ঃ আনোয়ারুল আজিম
২/৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
ফোনঃ ৮৮০-২-৯১২২২১০, ৮৮০-২-৯১৩৮৬৩৬, e-mail : sdi@bdcom, website : www.sdi.org.bd